দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 0 JUL 2005 ...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 8 ...

বিপুল বিজয়ে ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের উল্লাস

ঢাবির সিনেটের ২৫টি রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে ২৫টি পদে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ-বামপন্থী সমর্থিত গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের বিপুল বিজয়ে মঙ্গলবার ক্যাম্পাস উল্লাসে মেতেছে, ওদের প্রার্থী, সমর্থক ও ভোটররা। এবারের নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন এটিএন বাংলার বার্তা প্রধান মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল (প্রাপ্ত ভোট-৬৪২৭), দ্বিতীয় হয়েছেন- জীব বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন (প্রাপ্ত ভোট-৬৩৫৩)। গতকাল গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচনী ইশতেহারের সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়েছেন। অন্যদিকে, বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, কারচুপির কারণে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

সোমবার সারাদিন ভোট গণনা শেষে রাত দেড়টার সময় টিএসসিতে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। রাতে ফলাফল ঘোষণার পর থেকে ক্যাম্পাসে আনন্দে মেতে উঠে গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের সমর্থকরা। গতকাল সকাল থেকে মধুর ক্যান্টিনে মিষ্টি বিতরণ ধুম পড়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসীদের নিয়ে ক্যাম্পাসের সুষ্ঠু পরিবেশ ধরে রাখতে চান নবনির্বাচিত রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটরা।

নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের বিজয়ী অন্য প্রার্থীরা হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. অহিদুজ্জামান চান (৬৩০১), ডাকসুর সাবেক ভিপি ও এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মাহফুজা খানম (৬২৫২), সাংস্কৃতিক কর্মী লায়লা নার্গিস (লায়লা হাসান-৬১৬১), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ (৬১৪১), কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ (৬১৩৮), ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাহালুল মজনুন চুন্নু (৬০৯৬), সাবেক যুগ্ম সচিব নীলুফার বেগম (৬০৪০), জাতীয় জাদুঘরের সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক একেএম শামসুজ্জামান খান (৫৯৮৬), ঢাকা পাবলিক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মোস্তফা কামাল (৫৯৭১), এনসিসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুরুল আমিন (৫৯৩৩), এনার্জী প্যাকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এএইচএম এনামুল হক চৌধুরী (৫৯০২), চার্টার্ড একাউন্টেন্ট অসিতবরণ সাহা (৫৯২৬), বঙ্গবন্ধু পরিষদ জনতা ব্যাংকের সাধারণ সম্পাদক এবিএম বদরুদ্দোজা (৫৮৯১), এপোলো গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. শামসুল হক ভূঁইয়া (৫৮৭৪), মানবাধিকার কর্মী নার্গিস জাহান বানু (৫৮৭০), পিপলস ইউনিভার্সিটির ভিসি অধ্যাপক ড. আসলাম ভূঁইয়া (৫৮৬৫), এডভোকেট আফজাল হোসেন (৫৮০৫), আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এড. মোঃ আব্দুল্লাহ আবু (৫৭৯৯), ব্যাংকার শিকদার হোসেন মোড়ল (৫৭৩১), শাহজালাল গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহজালাল মজুমদার (৫৭০২), কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোয়াজ্জেম আব্দুল হাই (৫৬৫৬), সাবেক ছাত্রনেতা সুভাষ সিংহ রায় (৫৪৮০) এবং ক্রীড়া সংগঠক সৈয়দ শাহেদ রেজা (৫৪১৬)।

সাংবাদিকদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের মতবিনিময়

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে টিএসসি ক্যাফেটেরিয়ায় নির্বাচনে বিপুল বিজয় ও জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদের উস্কানিমূলক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদ সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। মতবিনিময়ে গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের আহবায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী বলেন, পরিষদের প্রতিটি নেতাকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই বিজয়। এ জন্য তিনি তার দলের প্রতিটি সমর্থক ও কর্মীদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ভোট গ্রহণের শেষ মুহূর্তে বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগ উত্থাপন করে। তাদের এই অগণতান্ত্রিক আচরণে আমরা ব্যথিত। তাদের ভিতরে পরাজয় মেনে নেয়ার কোন মানসিকতা তৈরি হয়নি। পরিষদের নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক আদেশ ১৯৭৩ অনুসরণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সমুন্নত রাখা, সিনেটের মাধ্যমে ভিসি নিয়োগসহ নির্বাচনী ইশতেহারের সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন। এসময় গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের সকল বিজয়ী সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ভিসির সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে নির্বাচন বাতিল করে উন্নতমান যুক্ত ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নতুন নির্বাচন আয়োজনের দাবি জানিয়েছে বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদ। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তারা এ দাবি জানান। তারা বলেন, ভোট কারচুপির কারণে নির্বাচন বর্জন করতে বাধ্য হয়েছে।

তারা ভিসিকে লিখিতভাবে জানান, ১৯৯৯ সালের কারচুপির অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার করার পক্ষে আমরা বারবার আহবান জানিয়েছি। কিন্তু গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের কারণে আধুনিক এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়নি। শক্তি প্রয়োগ, জাল ভোট ও গণনায় কারচুপির কারণে তারা নির্বাচন বর্জন করতে বাধ্য হয়েছে। এসময় সিনেটে নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধি ও বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. আজমেরী এস এ ইসলাম, বাণিজ্য অনুষদের সাবেক ডীন ও সিনেটে নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধি অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল আহসান চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরাজয় প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদের সাবেক সিনেট সদস্য আকবর আলী শিরাজী বলেন, এবারের নির্বাচনে শহীদ জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার আদর্শের চেয়ে অন্যদের বেশি মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। এছাড়াও নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত ভোটাররা ঠিকমতো আইডি কার্ড পাননি। তবে জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদের সমর্থকরা নির্বাচনে অসুবিধার কারণ হিসেবে প্রার্থী মনোনয়নে জামায়াতপন্থীদের প্রাধান্যকে দায়ী করেছে।

উল্লেখ্য, গত রবিবার এই নির্বাচনের তৃতীয় ও শেষ দফা ভোট গ্রহণ করা হয়। এর আগে গত ২৩ মে ঢাকার বাইরে ২৬টি কেন্দ্র এবং ৩১ মে ১৩টি কেন্দ্রে এই নির্বাচনের প্রথম ও দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণ করা হয়। এতে ২৬ হাজার ৭৭ জনের মধ্যে মোট ১[illegible] হাজার ৮শ' ৭৮জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।